দিলীপদা

অশোক নন্দ

লেখাটা শুরু করছি কর্তব্যের খাতিরে - অনুরুদ্ধ হয়ে - স্মৃতিচারণ করার দায়িত্ব নিয়ে । এই মুহূর্তে মনে কোন ইমোশন নেই । তবে লিখতে লিখতে হয়তো একসময় তার আবির্ভাব ঘটতেও পারে । ঘটুক বা না ঘটুক - একনিষ্ঠতার অভাব থাকবে না এটা জোর দিয়ে বলতে পারি ।

দিলীপদার সঙ্গে পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় । বয়স্ক বন্ধু - ভীষণ আন্তরিক - সত্যবাদী-ন্যায়নিষ্ঠ-সংগ্রামী একটা দরদী মানুষ । এ পরিচয় সবাই জানে - তার বন্ধু - তার অবন্ধু - তার শত্রুরাও ।

কিন্তু, আমার কাছে দিলীপদার এসব গুণতো আদরণীয় ছিলই । চমকপ্রদ লেগেছিল দিলীপদার দুটি গিফটেড পার্টস (gifted parts) নিয়ে - কি গানের গলা - কি আঁকার হাত !! যে শুনেছে, যে দেখেছে - মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, সে তার জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত ভুলতে পারবে না । অনবদ্য, বিস্ময়কর । কিন্তু দুঃখের বিষয় সে তার সাক্ষর না রেখেই চলে গেল ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পোষ্টার প্রদর্শনী হয়েছিল । তাতে দিলীপদা কিছু ছবি দিয়েছিল । তার মধ্যে ছিল একটি অনাহারের ছবি - কি মারাত্মক হৃদয়স্পর্শী ছিল সেটি সে বলে বোঝানোর ভাষা নেই । কেউ যদি ওরকম আঁকতে পারে - তাহলে এঁকে দেখাতে পারে - 'ছবিটা এই রকম ছিল' । ছবিটি দেখতে দেখতে আমাদের একজন প্রিয় অধ্যাপক বলেছিলেন, 'দিলীপ, এ ছবি এক কথায় বিশ্ব মানের' । আমার এখনও সেই সময়ের কথা স্পষ্ট মনে আছে ।

সে সব সুখের দিনগুলো গেল কেটে - এল চরম বিপর্যয় । সংগ্রাম দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হলো - সেই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করার জন্য, সে সময়ও দিলীপদা নির্ভীকভাবে ছাত্র আন্দোলন করে গিয়েছে । তারপর সে অধ্যায় শেষ হলো । পরীক্ষা দিয়ে যে যার মতো চলে গেল নিজ নিজ স্থানে । দীর্ঘদিন কোন যোগাযোগ ছিল না । এল ১৯৭৫ সাল । আমি তখন লাউদহ-তে শিক্ষকতা করি । শহর থেকে অনেক দূরে একটি স্কুল । আদিবাসী অধ্যুষিত বলে তার নামও ছিল সেই রকম । তৎকালীন পরিচালক সমিতি চাইলেন একজন যোগ্য প্রধান শিক্ষক । কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো । দিলীপদা ইন্টারভিউ দিয়ে নির্বাচিত হলো । চলে এলো স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য । কিন্তু পরিস্থিতি ছিলো প্রতিকূল । তার ঐ পদে নিয়োগ নিয়ে কিছু লোক আইনী

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

জটিলতার আশ্রয় নিল । ফলে সরকারী অনুমোদন সহজে জুটলো না । অনেক মামলা লড়ে শেষ পর্যন্ত অনুমোদন পাওয়া গেল । সেই লড়াই ছেড়ে কখনোই সে অন্য কিছু ভাবে নি । তার কিছুদিন পর নানা কারণে দিলীপদা ওখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলো । চলেও গেলো । আমিও ঐ স্কুল ছেড়ে অন্যত্র চলে এলাম । তারপর, প্রায় পঁচিশ বছর কেটে গেল ।

বছরের পর বছর কেটে গেল - ধীরে ধীরে দিলীপদা অসুস্থ হয়ে পড়লো । প্রথমে চিঠি লিখতো - কি সুন্দর সে চিঠি । বার বার পড়তাম - বড় ভালো লাগতো । দারুণ দুঃখকে অপূর্ব রসিকতার ছলে সে প্রকাশ করতো । তার তুলনা হয় না । তারপর দূরভাষ-এ অনেকক্ষণ কথা বলতাম । খুব ভালো লাগতো ।

এখন সে নেই । তার স্মৃতিভারে আমরা জর্জরিত । রাজনীতিবিদ দিলীপদার থেকে শুধু দিলীপদাকে আমার বেশি ভালো লগতো - একথা অকপটে বলতে পারি । তার জ্ঞানের পরিধি ছিল বহুরূপী এবং বহুমুখী । তার যে কোন একটি দিক নিয়ে যে কেউ অনেক কথা বলতে পারে - অনেক কথাই লিখতে পারে ।

তার চলে যাওয়া আমাদের কাছে এক বিরাট ক্ষতি - যার পূরণ সম্ভব নয় ।

ভবিষ্যতে যদি কখনো পারি দিলীপদার কথা আরো বেশি করে বলার ইচ্ছা রইলো । দিলীপদা আমাদের মনে এখনও জীবিত - চোখ বন্ধ করলে অবিকল তাকে দেখি - মনে হয় সে এখনো সেই অপূর্ব বাচনভঙ্গী দিয়ে সবাইকে মাতিয়ে দিচ্ছে । যুগ যুগ বেঁচে থাক দিলীপদা - আমাদের মাঝে তার কথা বারে বারে ভেসে উঠুক - এর বেশি বলার মতো এখন আর কিছু নেই ।।

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত
"এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।